যুগান্তর

তারিখ ... 16 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2 ...

অবশেষে এরশাদুল বারী অপসারিত

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ শীর্ষ ব্যক্তিদের অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়-আত্মীয়করণ, আর্থিক কেলেংকারিসহ বিভিন্ন অভিযোগের খবরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এরশাদুল বারীকে উপাচার্যের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এর আগে তার চুক্তি বাতিলের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুপারিশ পাঠানো হয়। তার স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফরিদ আহমদকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কয়েকটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এরশাদুল বারীর পদাংক অনুসরণ করে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে মেয়াদ শেষের আগেই সরিয়ে দেয়া হবে। একই সঙ্গে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব এবং আয়ের উৎস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তও হয়েছে। ওদিকে বিগত জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে চার্জ গঠন এবং বিগত ১০ বছরের বিভিন্ন নিয়োগের পুনর্মূল্যায়নের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গত সোমবার ইউজিসির সুপারিশমালা জমা পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে 'চরম অধিকার' বলে মনে করেন। অনেকেই 'স্বশাসনে'র 'অপব্যবহার' করেছেন। শুধু উপাচার্য পরিবর্তন নয়, আইন পরিবর্তন করে গোটা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। অন্যথায় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। উচ্চশিক্ষার নিম্নগতিও রোধ হবে না। বর্তমানে ব্যাপক অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতির দায়ে ভারাক্রান্ত দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বৃহস্পতিবার যুগান্তরের শীর্ষ খবর ছিল বিগত পাঁচ বছরে মানুষ গড়ার আঙ্গিনা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোকে উপাচার্য ও তাদের সহযোগীদের রাহুগ্রাসে অন্যায়-জুলুম-অনিয়মের ক্ষেত্রে পরিণত করা সম্পর্কে। এ খবর প্রকাশের পর সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি অপসারিত : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

অধ্যাপক ড. এম এরশাদুল বারী

অপসারিত : এরশাদুল

(১ম পৃষ্ঠার পর) হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি ভর্ৎসনা করেন। এসময় শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সমানধন্য শিক্ষকদের কারকর্ম সরকারকে বিব্রত ও লজ্জার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, ওটিকয়েক ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কপালে কলংকের তিলক এঁকে দিলেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদার ওপর এরা হাত দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতিবাজ ও দলবাজ উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষদের সরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুর রহমানকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে গত সোমবার। বৃহস্পতিবার সকালেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারীর চুক্তি বাতিলের সুপারিশ করে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সামারি পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। এরই মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে, এরশাদুল বারীকে অপসারণ করা হয়েছে। সত্যতা জানতে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশ থেকে একের পর এক টেলিফোন আসতে থাকে। বিকালে বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এরশাদুল বারীর চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

দায়িত্বশীল বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, শুধু এরশাদুল বারীই নয়— দুর্নীতি ও দলবাজ সব উপাচার্যের কবল থেকেই মুক্ত করা হবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। তবে কাকে আগে এবং কাকে পরে সরানো হচ্ছে সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ইউজিসি ইতিমধ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্ট দু'একদিনের মধ্যে জমা পড়বে। জাতীয়, হাজী দানেশ, মওলানা ভাসানী, সিলেট শাহজালাল, শেরেবাংলা কৃষি ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কাজ চলছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান। গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে। ড. তারেক যুগান্তরকে বলেন, তদন্ত যাতে ঠিকমতো না হয়, সে লক্ষ্যে অসহযোগিতার পাশাপাশি তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতিও দেখানো হয়েছিল। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করতে তিনি রাজি হননি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, এরশাদুল বারীর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য, দলীয়করণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে জামায়াত-বিএনপির পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণতকরণ, সরকারি অর্থ লুটপাট ও নানা স্কিমের আর্থিক কেলেংকারি, নয়টি মোবাইল ফোন ও তিনটি টেলিফোন ব্যবহার, তিনটি গাড়ি ব্যবহার, মাত্রাতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার, উপাচার্যের বাড়ির জন্য কেনা মালামালের হদিস না মেলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় গোপন, সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন ও এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়, মিডিয়া সেন্টার নির্মাণে দুর্নীতি ও বিধি-বহির্ভূতভাবে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি করে তাদের ব্যবহারের অনুমতিদান, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে একনায়কসুলভ আচরণ, বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্ত পাশ কাটিয়ে নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত লেখিয়ে নেয়াসহ নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের সত্যতা মিলেছে।

অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা উচিত। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির প্রধান ড. তারেক শামসুর রেহমান যুগান্তরকে বলেন, ইউজিসি মনে করে, বিগত ১০ বছরের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, ডিন, সিন্ডিকেট-সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিলসহ বিভিন্ন নির্বাচনই সব নষ্টের মূল। এ প্রথা বাতিল করে সার্চ কমিটির মাধ্যমে ভিসি, সিনিয়রিটি ও একাডেমিক এক্সিলেন্সির মাধ্যমে ডিন ও অন্যান্য পদে নিয়োগ দিতে হবে। উপাচার্যদের নিয়োগ দিলে ৪ বছরের মধ্যে সরানো যাবে না। শুধু ব্যক্তি সরালেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। বিদ্যমান সমস্যার পেছনের সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। দলাদলির শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রয়োজনায় সংস্কার করতে হবে। ১৯৭৩ আর ২০০৭ সালের প্রেক্ষাপট এক নয়।